দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

রাবিতে পিজিডি কোর্সের ৩ কোটি টাকা নিয়ে হরিলুট!

রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি (পিজিডি) কোর্সের সরকারী ৩ কোটি টাকার প্রজেক্ট নিয়ে চলছে হরিলুট। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত কোর্সে অদক্ষ পরিচালক; শিক্ষক ও দলীয়করণের কারণে শিক্ষার মান নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ফলে সরকারের দেশে দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরি করার স্বপ্ন ভেস্তে যেতে বসেছে। এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

সূত্র জানায়, গত ২০০১ সালের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরি করার জন্য ৩ বছরের জন্য ১৫ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট হাতে নেয়। এ লক্ষ্যে দেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়। এই টাকার মাধ্যমে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি (পিজিডি) কোর্সে প্রতিবছর ৬০ জন দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরি করা হবে।

সূত্র মতে, পিজিডি কোর্সের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এক বছর মেয়াদী এই কোর্সের প্রথম সেমিস্টার গত বছরের জানুয়ারিতে শুরু হয়। কিন্তু মে-জুন মাসে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে শুরু হয় প্রশাসনের দলীয় প্রভাব। জোট

ভেস্তে যাচ্ছে দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরির স্বপ্ন!

সরকার সমর্থিত প্রশাসনের চাপের মুখে কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক অমল কৃষ্ণ কর্মকার পদত্যাগ করেন। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী অধ্যাপক কর্মকার তাঁর পদত্যাগপত্রে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন। সূত্র মতে, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান যিনি থাকেন তিনি ক্ষমতাবলে পিজিডি কোর্সের জন্য কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত হন। ফলে প্রশাসন কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে চেয়ারম্যান মনোনীত না করে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে 'বিতর্কিত' অধ্যাপক খাজা জাকারিয়া চিশতীকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়। ফলে পিজিডি কোর্স নিয়ে শুরু হয় হরিলুট। সূত্র জানায়, পিজিডি কোর্স পড়ানোর জন্য যেসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে বিএনপি সমর্থক শিক্ষকরাই আর্থিক সুবিধা কয়েকগুণ বেশি পেয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে বিএনপি সমর্থক অধ্যাপক মারুফ মনোয়ার জয়, ওয়াহেদুল ইসলাম সুমন, শারমিন নিলুফার, মুখতার হোসেন লিটন প্রত্যেককে ৫২ ঘণ্টা হিসাবে ৩২ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হয়। এছাড়া পিজিডি কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ জাভা প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এসএম মোতাকাব্বের (চেয়ারম্যানের বন্ধু) নিযুক্ত করা হয়। পিজিডি কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করে বলেছে, ওই শিক্ষকের জাভা প্রোগ্রামিংয়ের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। অথচ পিজিডি কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অধ্যাপক মোতাকাব্বের ওই কোর্সের জন্য ৬৫ ঘণ্টা হিসাবে ৪০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পান। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিএনপি সমর্থক নয় এ রকম শিক্ষকদের ১৩ ঘণ্টা হিসাবে ৮ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেয়া হচ্ছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে পিজিডির কোর্স কো-অর্ডিনেটর হিসাবে যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁর কম্পিউটার বিষয়ে কোন অনার্স বা মাস্টার্স ডিগ্রী এমনকি এমফিল, পিএইচডি বা আন্তর্জাতিক জার্নালে লেখার অভিজ্ঞতা পর্যন্ত নেই। এ রকম একজন অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের পরিচালনায় এবং কোর্স শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের কারণে কোর্সের মান নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। এসব ব্যাপারে পিজিডি কোর্সের কো-অর্ডিনেটর ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খাজা জাকারিয়া চিশতীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জনকণ্ঠকে জানান, শিক্ষক নিয়োগ ১৩ সদস্যের কমিটি নির্ধারণ করে। আর এসব শিক্ষক গত চেয়ারম্যানের সময় নিয়োগ করা হয়েছে। আমি এ ব্যাপারে দায়ী নই। কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে চেয়ারম্যানের যোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, "প্রশাসন ধারণা করেছে, সিনিয়র কাউকে দিলে বিভাগ সঠিকভাবে চলবে সে জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে।"